[বাংলাদেশ গেজেট, আগস্ট ২৭, ২০২০, ৬ষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশিত]

দুর্নীতি দমন কমিশন

প্রধান কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১ জুন ২০২০

অপরাধলব্ধ সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নির্দেশিকা

নং ০০.০১.০০০০.১০৩.০৯.০১১.১৮-১৩০৮৩—যেহেতু দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪, দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা-২০০৭, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা-২০১৯ এ অনুসন্ধান/তদন্ত/ বিচারকালে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত তথা অপরাধলব্ধ সম্পদ জব্দ (Seize)/ ক্রোক (Attachment)/ অবরুদ্ধ (Freeze) করার বিধান আছে এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪-এ দুর্নীতির মামলার আসামী দোষী প্রমাণিত হলে অপরাধলব্ধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত এবং জরিমানার বিধান রয়েছে; এবং

যেহেতু জব্দ/ক্রোক/অবরুদ্ধকৃত সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিচার শেষে বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদ রাষ্ট্রের দখলে আনা ও জরিমানার অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য অপরাধলব্ধ সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু কমিশনের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপ নির্দেশিকা প্রণয়ন ও জারি করা হলো :

১। **শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ :**

(ক) এ নির্দেশিকা "অপরাধলব্ধ সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নির্দেশিকা-২০২০" নামে অভিহিত হবে;

(খ) এ নির্দেশিকা বাংলাদেশ গেজেটে প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশের তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং উক্ত তারিখ হতে ০৫-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ০০.০১.০০০০. ১০৩.১৪.০১৮.১৭-২৬৯৭৮ নং স্মারকমূলে জারিকৃত ও বাংলাদেশ গেজেট, অক্টোবর, ২০১৮ ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

(গ) এ নির্দেশিকা কমিশনের সকল অনুসন্ধান/তদন্ত কার্যক্রমে এবং বিচারাধীন ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার অপরাধলব্ধ সম্পদ সংক্রান্তে প্রযোজ্য হবে।

২। **সংজ্ঞা :** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে, এ নির্দেশিকায়—

(ক) "অপরাধলব্ধ সম্পদ" অর্থ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ এর তফসিলভুক্ত কোন অপরাধের অনুসন্ধান/ তদন্ত/বিচারকালে জব্দ/ক্রোক/অবরুদ্ধকৃত এবং বিচার শেষে প্রদত্ত অর্থদণ্ড ও বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদ;

(খ) "কমিশন" অর্থ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুযায়ী গঠিত দুর্নীতি দমন কমিশন;

(গ) "সম্পদ" অর্থ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ এর ধারা ২ এর দফা 'টট'-এ সংজ্ঞায়িত সম্পত্তি এবং

(ঘ) "ইউনিট" অর্থ এ নির্দেশিকার দফা ৩ এ উল্লিখিত অপরাধলব্ধ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট।

৩। কমিশনের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রদর্শিত অপরাধলব্ধ সম্পদ ব্যবস্থাপনা শাখাটি "সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট" হিসেবে অভিহিত হবে। এ ইউনিট কমিশনের সচিবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

৪। **কার্যপদ্ধতি :**

(ক) অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তা কোন সম্পদ জব্দ করলে বা আদালত হতে জব্দ/ক্রোক/অবরুদ্ধ/রিসিভার নিয়োগের আদেশপ্রাপ্ত হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পদের তালিকা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আদালতের আদেশের কপিসহ ইউনিটের পরিচালককে লিখিতভাবে অবহিত করবে;

(খ) আদালত কোন অর্থদণ্ড আরোপ বা কোন সম্পদ বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করলে ঢাকার ক্ষেত্রে পরিচালক (প্রসিকিউশন) এবং ঢাকার বাইরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক লিখিতভাবে রায়/আদেশের কপিসহ ইউনিটের পরিচালককে অবহিত করবে;

(গ) ইউনিট জব্দ/ক্রোক/অবরুদ্ধ/বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদের বিবরণ এবং অর্থদণ্ড সংক্রান্ত বিবরণ পৃথক পৃথক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরতঃ সংরক্ষণ করবে;

(ঘ) সচিব এর অনুমোদনক্রমে পরিচালক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকৃত সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত প্রয়োজনে কমিশনের এক বা একাধিক কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে টীম গঠন করতে পারবে;

(ঙ) ইউনিট আদালতের আদেশে বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদ রাষ্ট্রের দখলে আনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক দখলে আনা নিশ্চিত করবে;

(চ) ইউনিট আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অর্থদণ্ড আদায়ের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সাথে যোগাযোগ করাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

(ছ) কমিশন আদালতের আদেশে অপরাধলব্ধ সম্পদের রিসিভার নিযুক্ত হলে ইউনিট কমিশনের পক্ষে আদালতের আদেশ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য অত্র নীতিমালার ৪(ঘ) মোতাবেক গঠিত টিমকে দায়িত্ব প্রদান করতে পারবে এবং প্রয়োজনবোধে আদালতের অনুমোদনক্রমে উক্ত সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে;

(জ) কমিশন ব্যতীত অন্য কেহ রিসিভার নিযুক্ত হলে দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর ১৮গ(৩) বিধি মোতাবেক কমিশনের পক্ষে ইউনিট সংশ্লিষ্ট সম্পদ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

(ঝ) অপরাধলব্ধ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ/ব্যবস্থাপনা/নিষ্পত্তির (disposal) বিষয়ে কোন রিসিভারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্তে আদালতের আদেশ আবশ্যক হলে ইউনিট কমিশনের অনুমোদনক্রমে লিগ্যাল অনুবিভাগের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(ঞ) অপরাধলব্ধ সম্পদ দেশের বাইরে অবস্থিত হলে ইউনিট আইনানুগভাবে প্রয়োজনে এমএলএআর প্রেরণসহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগক্রমে আদালতের আদেশ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

(ট) অপরাধলব্ধ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ/ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন জটিলতার কিংবা অস্পষ্টতার উদ্ভব হলে ইউনিট বিষয়টি সম্পর্কে আইন অনুবিভাগের মতামত গ্রহণ করবে এবং আদালতে কোন বিষয় উপস্থাপনের প্রয়োজন হলে লিগ্যাল অনুবিভাগের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করবে;

(ঠ) ইউনিট ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবে।

৫। কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা :

কমিশন যে কোন সময় এ নির্দেশিকা সংশোধন বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্‌ত
সচিব।

বাঃসঃমুঃ-২৬৬৭ কম/জি(৬)-২০২০-২০২১, ১০০০ কপি, ২০২০।

[বাংলাদেশ গেজেট, আগস্ট ২৭, ২০২০, ৬ষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশিত]

দুর্নীতি দমন কমিশন

প্রধান কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১ জুন ২০২০

অপরাধলব্ধ সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নির্দেশিকা

নং ০০.০১.০০০০.১০৩.০৯.০১১.১৮-১৩০৮৩—যেহেতু দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪, দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা-২০০৭, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা-২০১৯ এ অনুসন্ধান/তদন্ত/ বিচারকালে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত তথা অপরাধলব্ধ সম্পদ জব্দ (Seize)/ ক্রোক (Attachment)/ অবরুদ্ধ (Freeze) করার বিধান আছে এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪-এ দুর্নীতির মামলার আসামী দোষী প্রমাণিত হলে অপরাধলব্ধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত এবং জরিমানার বিধান রয়েছে; এবং

যেহেতু জব্দ/ক্রোক/অবরুদ্ধকৃত সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিচার শেষে বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদ রাষ্ট্রের দখলে আনা ও জরিমানার অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য অপরাধলব্ধ সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু কমিশনের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপ নির্দেশিকা প্রণয়ন ও জারি করা হলো :

১। **শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ :**

(ক) এ নির্দেশিকা "অপরাধলব্ধ সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নির্দেশিকা-২০২০" নামে অভিহিত হবে;

(খ) এ নির্দেশিকা বাংলাদেশ গেজেটে প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশের তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং উক্ত তারিখ হতে ০৫-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ০০.০১.০০০০. ১০৩.১৪.০১৮.১৭-২৬৯৭৮ নং স্মারকমূলে জারিকৃত ও বাংলাদেশ গেজেট, অক্টোবর, ২০১৮ ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

(গ) এ নির্দেশিকা কমিশনের সকল অনুসন্ধান/তদন্ত কার্যক্রমে এবং বিচারাধীন ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার অপরাধলব্ধ সম্পদ সংক্রান্তে প্রযোজ্য হবে।

২। **সংজ্ঞা :** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে, এ নির্দেশিকায়—

(ক) "অপরাধলব্ধ সম্পদ" অর্থ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ এর তফসিলভুক্ত কোন অপরাধের অনুসন্ধান/ তদন্ত/বিচারকালে জব্দ/ক্রোক/অবরুদ্ধকৃত এবং বিচার শেষে প্রদত্ত অর্থদণ্ড ও বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদ;

(খ) "কমিশন" অর্থ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুযায়ী গঠিত দুর্নীতি দমন কমিশন;

(গ) "সম্পদ" অর্থ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ এর ধারা ২ এর দফা 'টট'-এ সংজ্ঞায়িত সম্পত্তি এবং

(ঘ) "ইউনিট" অর্থ এ নির্দেশিকার দফা ৩ এ উল্লিখিত অপরাধলব্ধ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট।

৩। কমিশনের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রদর্শিত অপরাধলব্ধ সম্পদ ব্যবস্থাপনা শাখাটি "সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট" হিসেবে অভিহিত হবে। এ ইউনিট কমিশনের সচিবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

৪। **কার্যপদ্ধতি :**

(ক) অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তা কোন সম্পদ জব্দ করলে বা আদালত হতে জব্দ/ক্রোক/অবরুদ্ধ/রিসিভার নিয়োগের আদেশপ্রাপ্ত হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পদের তালিকা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আদালতের আদেশের কপিসহ ইউনিটের পরিচালককে লিখিতভাবে অবহিত করবে;

(খ) আদালত কোন অর্থদণ্ড আরোপ বা কোন সম্পদ বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করলে ঢাকার ক্ষেত্রে পরিচালক (প্রসিকিউশন) এবং ঢাকার বাইরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক লিখিতভাবে রায়/আদেশের কপিসহ ইউনিটের পরিচালককে অবহিত করবে;

(গ) ইউনিট জব্দ/ক্রোক/অবরুদ্ধ/বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদের বিবরণ এবং অর্থদণ্ড সংক্রান্ত বিবরণ পৃথক পৃথক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরতঃ সংরক্ষণ করবে;

(ঘ) সচিব এর অনুমোদনক্রমে পরিচালক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকৃত সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত প্রয়োজনে কমিশনের এক বা একাধিক কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে টীম গঠন করতে পারবে;

(ঙ) ইউনিট আদালতের আদেশে বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদ রাষ্ট্রের দখলে আনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক দখলে আনা নিশ্চিত করবে;

(চ) ইউনিট আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অর্থদণ্ড আদায়ের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সাথে যোগাযোগ করাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

(ছ) কমিশন আদালতের আদেশে অপরাধলব্ধ সম্পদের রিসিভার নিযুক্ত হলে ইউনিট কমিশনের পক্ষে আদালতের আদেশ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য অত্র নীতিমালার ৪(ঘ) মোতাবেক গঠিত টিমকে দায়িত্ব প্রদান করতে পারবে এবং প্রয়োজনবোধে আদালতের অনুমোদনক্রমে উক্ত সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে;

(জ) কমিশন ব্যতীত অন্য কেহ রিসিভার নিযুক্ত হলে দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর ১৮গ(৩) বিধি মোতাবেক কমিশনের পক্ষে ইউনিট সংশ্লিষ্ট সম্পদ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

(ঝ) অপরাধলব্ধ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ/ব্যবস্থাপনা/নিষ্পত্তির (disposal) বিষয়ে কোন রিসিভারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্তে আদালতের আদেশ আবশ্যক হলে ইউনিট কমিশনের অনুমোদনক্রমে লিগ্যাল অনুবিভাগের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(ঞ) অপরাধলব্ধ সম্পদ দেশের বাইরে অবস্থিত হলে ইউনিট আইনানুগভাবে প্রয়োজনে এমএলএআর প্রেরণসহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগক্রমে আদালতের আদেশ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

(ট) অপরাধলব্ধ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ/ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন জটিলতার কিংবা অস্পষ্টতার উদ্ভব হলে ইউনিট বিষয়টি সম্পর্কে আইন অনুবিভাগের মতামত গ্রহণ করবে এবং আদালতে কোন বিষয় উপস্থাপনের প্রয়োজন হলে লিগ্যাল অনুবিভাগের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করবে;

(ঠ) ইউনিট ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবে।

৫। কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা :

কমিশন যে কোন সময় এ নির্দেশিকা সংশোধন বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্‌ত
সচিব।

বাঃসঃমুঃ-২৬৬৭ কম/জি(৬)-২০২০-২০২১, ১০০০ কপি, ২০২০।